'বঙ্কিম শতবার্ষিকীতে'

—নারায়ণচন্দ্র বাগ,

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী—সাহিত্য বিভাগ।

বঙ্কিম 'শতবার্ষিকী' উপলক্ষে ছোট বড় প্রত্যেক সাহিত্যিকই তাঁহার গুণগান গাহিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য-সম্রাটের অমর দানের কথা—অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা গদ্যের শৈশবাবস্থা হইতে কৈশোরে পরিণতি, উপন্যাসের অপূর্ব্ব চরিত্র সৃজন ক্ষমতায় ও তাঁহার ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের কাহিনী, তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার ও দেশ-প্রীতির কাহিনী কবিতা ও প্রবন্ধাকারে পুস্তকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহা হার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবার প্রয়াস বৃথা।

এই সমারোহপূর্ণ শতবার্ষিকীর দিনে একটা বিষয় আমাদের অন্তরে বড়ই ব্যথা দেয়। একদিকে শত শত গুণমুগ্ধ ভক্ত সাহিত্যরথী শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন। আবার পাশাপাশি কতিপয় অসূয়াপরবশ নীচ প্রকৃতির লোক বঙ্কিম প্রতিভাকে লোক চক্ষে হীন করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা এমনি করিয়াই ঘরের লোককে পরের করি, আপন প্রতিভাকে পরের কাছে ঋণী করিবার চেষ্টা করি। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসকে মগধের লোক প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনী যে স্কটের আইভ্যানহো'র অনুকরণ তাহাও প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পৃথিবীর দুই বিভিন্ন প্রান্তের দুইজন লোকের চিন্তাধারা একই হইতে পারে কিনা সে কথা ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর হয় নাই। সত্যই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা কবি ও সাহিত্যিকদের একটা মহা দুর্ভাগ্য।

বঙ্কিমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হইতেছে যে বঙ্কিম-সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতায় কলুষিত। সেদিনও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ জ্যাকারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "বঙ্কিম শতবার্ষিকী" উপলক্ষে বলিয়াছেন "সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক হিসাবে বঙ্কিমবাবু আমাদের নমস্য, কিন্তু পদ্মানশীন নবাবনন্দিনী আয়েষার মুখে একজন হিন্দু যুবকের প্রতি 'প্রাণকান্ত' 'প্রাণনাথ' প্রভৃতি প্রেমসূচক সম্বোধনগুলি প্রকাশ করাইয়া তিনি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছেন"। এখানে একটি কথা বলিবার আছে। বঙ্কিম করিয়াছিলেন উপন্যাস রচনা। উপন্যাসের ঘটনা সত্য নহে। পক্ষান্তরে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার এক শুভক্ষণে মিলন, উভয়ের উভয়ের প্রতি আকর্ষণ, হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার,

পরিণতি ও অবশেষে অপূর্ণতা যে উপন্যাসের দিক দিয়া কতখানি সার্থক তাহা রসপিপাসু সুধীগণের বিবেচ্য। বঙ্কিম এই অপূর্ণতার সম্পূর্ণতা সাধনে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বিজাতীয় নায়ক নায়িকা—যাহারা সমাজের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া মিলিত হইতে পারে নাই।

বঙ্কিমকে আমরা ঋষি বলি তাঁর 'বন্দেমাতরম্' গানের জন্য। বঙ্কিম বন্দেমাতরমের শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করিয়া গিয়াছিলেন অনাগত কালের বহুপূর্ব্বে। কালে এমন একদিন আসিল যেদিন প্রেমিক ঋষির প্রেমের মন্ত্র আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের মাতৃভক্ত প্রতি সন্তানের শিরায় শিরায় শিহরণ জাগাইয়াছিল। 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইল। আজকাল বহু মস্তিষ্ক চালনার ফলে একদল লোক 'বন্দেমাতরমের' গায়ে সাম্প্রদায়িকতা ও পৌত্তলিকার গন্ধ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন হইতে ঘোষণা করিলেন বন্দেমাতরমের সম্পূর্ণ অংশ জাতীয় সঙ্গীত হইবার অনুপযোগী। জানিনা কবিবরের কি উদ্দেশ্য।

আর একদল লোক বলেন যে "বন্দেমাতরম্" অহিন্দুর জন্য নহে। 'বন্দেমাতরমে' সপ্তকোটী সন্তান দেশমাতৃকার পূজা করিতেছেন। বাংলাদেশে ৮॥ কোটী লোকের বাস, সুতরাং দেড়কোটী মুসলমানকে বঙ্কিমচন্দ্র বাদ দিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আর এক অভিযোগ আছে যে তিনি ছিলেন সঙ্কীর্ণচিত্ত। তিনি শুধু বাংলা দেশকেই ভাল বসিয়াছিলেন। আমরাও বলি, হ্যাঁ, সত্যই তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন না। ঘরকে ভাল না বাসিয়া কি পরকে ভালবাসা সম্ভব হয়?

হে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র! তোমার বিরুদ্ধে শত অভিযোগ সত্ত্বেও আজি শতবর্ষপরে তোমার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতেছে। শত নিন্দুকেও তোমার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। তুমি যে চন্দ্র ছিলে সেই চন্দ্রই থাকিবে। তোমার স্নিগ্ধ কিরণ যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্বজনের মনোহরণ করিতে থাকিবে। হে ঋষি, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে 'ভক্তি' কুসুমে নৈবেদ্যের ডালি সাজাইয়া যে মন্ত্রে মহান্ যজ্ঞের পৌরোহিত্য করিয়া গিয়াছ শত অসুরেরও তাহা বিনষ্ট করিবার সাধ্য নাই। যতদিন বাঙ্গালীজাতি বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন তুমি বাঙ্গালীর বুকে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিবে। হে বঙ্কিম! তুমি অমর!